সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২০৬
WEEKLY BOOKLET:206

رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ

হযরত উসমানও জান্নাতী জান্নাতী

- হযরত উসমানে গণী رضی اللہ عنہ এর পরিচিতি
- হযরত মাওলা আলীর হযরত উসমানে গণীর প্রতি ভালবাসা
- হযরত উসমানে গণীর শানে প্রিয় নবী ﷺ এর ৫টি বাণী
- বাইয়াতে রিদওয়ান কাকে বলে?

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

হযরত উসমানও জান্নাতী জান্নাতী

আত্তারের দোয়া: হে **মুস্তফার প্রতিপালক**! যে ব্যক্তি এই "হযরত উসমানও জান্নাতী জান্নাতী" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে **তোমার প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবী হযরতে ওসমানে গনী رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ এর দানশীলতা ও লজ্জা থেকে অংশ নসীব করো এবং তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে বিনা হিসাবে প্রবেশাধিকার নসীব করো: اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

মাওলা আলী মুশকিল কোশা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: প্রত্যেক ব্যক্তির দোয়া গোপন থাকে, যতক্ষণ **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **মুহাম্মদের** সন্তানদের প্রতি দরূদ পাঠ করবে না।

(মু'জামু আওসাত, ১/২১১, হাদীস ৭২১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতী কুপ

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যখন মক্কায়ে পাক থেকে হিজরত (Migrate)

করে মদীনায়ে পাকে আগমন করলেন তখন মুহাজিরদের আধিক্যের কারণে পানির স্বল্পতা অনুভব হতে লাগলো, বনী গিফারের এক ব্যক্তির নিকট একটি কুফ ছিলো, যার নাম ছিলো “রুমা”। সে এর পানি এক মশক এক মুদ(১) এর বিনিময়ে বিক্রি করতো। **মালিকে জান্নাত, রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই ব্যক্তিকে ইরশাদ করলেন: এই কূপটি আমাকে জান্নাতের ঝর্ণার বিনিময়ে বিক্রি করে দাও। সে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার এবং আমার সন্তানদের এটা ব্যতীত আর কোন উপার্জনের মাধ্যমে নেই, অতএব আমি এ ব্যাপারে অক্ষম। যখন এই বিষয়টি হযরত উসমানে গণী যুন্নুরাঈন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ জানতে পারলেন তখন তিনি ঐ কুপ ৩৫ হাজার দিরহামে কিনে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি আমি ঐ কুপ কিনে নিই তবে কি আপনি আমার সাথেও তেমনি বিনিময় করবেন? (অর্থাৎ জান্নাতী ঝর্ণার বিনিময়ে আমার থেকে তা গ্রহণ করে নিবেন?) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: অবশ্যই! হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ আরয করলেন: **ইয়া**

১. মুদ হলো একটি পরিমাণ, যা ২ রত্তিল অর্থাৎ ৭৮৭.৩২ গ্রামের সমান।

রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি সেই কুপটি কিনে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দিলাম।

(মু'জামু কবীর, ২/৪১, হাদীস ১২২৬)

এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আল্লামা আব্দুল বাররে رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উদ্ধৃতিতে লিখেন, এই কুপ এক ইহুদীর ছিলো। সে এর পানি মুসলমানদের বিক্রি করতো। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই কুপটি কিনে নেয়ার উৎসাহ ইরশাদ করলে হযরত উসমানে গণী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ সেই ইহুদী থেকে ১২০০০ দিরহামের বিনিময়ে অর্ধেক কুপ কিনে নিলেন, যখন সেই ইহুদীর অর্ধেক অংশ দ্বারা উপার্জন করা কষ্টকর হয়ে গেলো তখন তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ৮০০০ দিরহামের বিনিময়ে অবশিষ্ট অংশও কিনে নিলেন (এবং সকল মুসলমানের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন।) (তারিখে মদীনা, ২০৫ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে আশিকানে রাসূল! এই মুবারক কুপের শান ও মহত্বের প্রতি লাখো সালাম যে, এই মুবারক কুপ থেকে **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পানি

পান করাও প্রমাণিত রয়েছে। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার এই জায়গা দিয়ে কোথাও তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর বরকতময় খেদমতে আরয করা হলো যে, হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এটি কিনে সদকা করে দিয়েছেন। তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন: মাওলা! উসমানের জন্য জান্নাত আবশ্যক করে দাও। অতঃপর তা থেকে পানি আনিয়ে পান করেন এবং ইরশাদ করেন: এই উপত্যকায় অতিশীঘ্রই অনেক ঝর্ণা হবে, যা খুবই মিষ্ট হবে কিন্তু বীরে মুযনী (অর্থাৎ বীরে রুমা) সবচেয়ে মিষ্ট হবে। (সবলূল হুদা ওয়ার রুশদ, ৭/২২৭)

হযরত উসমানে গণীর জন্য মাগফিরাতের

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই কুপ কিনার প্রতি এই দোয়া ইরশাদ করেছিলেন: "যে বীরে রুমা কিনবে তাকে জান্নাতে পান করানো হবে।"

(তারিখে মদীনা লি ইবনে শায়বা, ১/১৫৪)

"রুমা" ঐ কুপের মালিকের নাম ছিলো, যার থেকে (হযরত) উসমানে গণী কিনেছিলেন। এটি (কুপটি) মসজিদে কিবলাতাইনের উত্তর দিকে অবস্থিত, এর পানি খুবই মিষ্টি, সুস্বাধু এবং দ্রুত হজমকারক, এখন একে "বীরে উসমান"ও

বলা হয়ে থাকে এবং "বীরে জান্নাত"ও বলে, কেননা এই কুপটি কেনার জন্য হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর সাথে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৯৮)

আল্লাহ সে কিয়া পেয়ার হে উসমান গণী কা
মাহবুবে খোদা ইয়ার হে উসমান গণী কা

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর পরিচিতি

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! জামেউল কোরআন, তৃতীয় খলিফা, হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ হস্তি ঘটনার ষষ্ঠ (6th) বছরে মক্কায়ে পাকে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর বংশধারা ৫ম পুরুষে গিয়ে **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশধারার সাথে মিলে যায়। (তারিখে খোলাফা, ১১৮ পৃষ্ঠা) তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ইসলাম কবুল করে নিয়েছিলেন, তাঁর উপনাম "আবু আমর" এবং উপাধী জামেউল কোরআন, তাঁকে "সাহিবুল হিজরাতাঈন" (অর্থাৎ দুই হিজরতকারী) বলা হয়ে থাকে, কেননা তিনি প্রথমে হাবশা এবং পরবর্তিতে মদীনা শরীফের দিকে হিজরত করেন। (কারামাতে উসমানে গণী, ৩-৪ পৃষ্ঠা)

হযরত উসমানে গণীর অতুলনীয় বিশেষত্ব

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এরও কিরূপ শান! **আল্লাহ পাকের নবীর** “জামাতা” হওয়ার সুবাধে যে বিশেষত্ব এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর অর্জিত হয়েছে, তা জগতে আর কারো হতে পারে না, হযরত আদম عَلَیْہِ السَّلَام থেকে নিয়ে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পর্যন্ত কারো বৈবাহিক বন্ধনে কোন নবীর দু’জন কন্যা আসেনি কিন্তু হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হলেন ঐ সৌভাগ্যবান জান্নাতী সাহাবী যে, যাঁর বৈবাহিক বন্ধনে অন্য কোন নবী নয় বরং **সকল নবীদের সর্দার, আহমদে মুখতার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দু’জন শাহজাদী একজনের পর আরেকজন এসেছেন। তাই তাঁর একটি উপাধী “যুন্নুরাঈন” (অর্থাৎ দুই নূরের অধিকারী)ও, **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি আমার দশজন কন্যাও থাকতো তবে আমি (একের পর এক) তোমার সাথে বিবাহ দিতাম।

(মু’জামু কবীর, ২২/৪৩৬, হাদীস ১০৬১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হযরত উসমানে গণীর বেদনা

আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় শাহজাদী হযরত রুকাইয়া (رَضِیَ اللهُ عَنْهَا) যখন ওফাত হয়ে গেলেন তখন হযরত উসমানে গণী খুবই কাঁদলেন, **রাসূলে পাক** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) জিজ্ঞাসা করলেন: উসমান কাঁদছো কেন? আরয করলেন: আমি হুযুরের জামাতা মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। একথা শুনে **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমাকে জিব্রাঈল আমীন আরয করলো যে, **আল্লাহ পাকের** নির্দেশ যে, আমি যেনো আমার আরেক শাহজাদী উম্মে কুলসুমের বিবাহ তোমার সাথে দিই, তবে শর্ত হলো একই মোহরানা যা রুকাইয়ার ছিলো এবং তুমি তেমনি আচরন করবে, যা রুকাইয়ার সাথে করেছো, অতএব হযরত উম্মে কুলসুম (رَضِیَ اللهُ عَنْهَا) এর বিবাহ তাঁর সাথে করিয়ে দিলেন। দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যার বিবাহ বন্ধনে নবীর দু'জন কন্যা এসেছে, তাই তাঁকে যুন্নুরাঈন বলা হতো অর্থাৎ দুটি নূর ওয়ালা। জানতে পারলাম যে, **হুযুর**ও নূর আর **তাঁর** সন্তানরাও নূর। (মিরকাত, ১০/৪৪৫, ৬০৮০নং হাদীসের পাদটিকা। মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪০৫) আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই সম্পর্ককে কতইনা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন:

নূর কি সরকার সে পায়া দো শালা নূর কা
হো মুবারক তুম কো যুন্নুরাঈন জোড়া নূর কা

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

দুই নূরওয়ালা বলার আরো একটি কারণ

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ লিখেন: হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে যুন্নুরাঈন এই কারনে বলা হতো যে, যখন তিনি জান্নাতের একটি প্রাসাদ থেকে আরেকটি প্রাসাদে গমন করবেন তখন তাঁর উপর দুইবার নূরের তাজাল্লি প্রকাশ পাবে।

(ফয়যুল কদীর, ৪/৩৯৯, ৫৩৭৯ নং হাদীসের পাদটিকা)

নূরে দিল ও এয়ন হে সাহেবে নূরাইন হে
সব কে দিল কে চেয়ন হে মুমিনো কি জান হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত মাওলা আলীর হযরত উসমানে গণীর প্রতি ভালবাসা

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, জান্নাতী সাহাবী হযরত মাওলা আলী মুশকিল কোশা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বললেন: তিনি হলেন ঐ ব্যক্তি, যাঁকে আকাশের

ফিরিশতাদের মাঝে “যুন্নুরাঈন” বলে ডাকা হয়। (তারিখে খোলাফা, ১১৯ পৃষ্ঠা) আমার পীর ও মুর্শিদ আমীরে আহলে সুন্নাত শানে উসমানে গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর নাতের কিতাব “**ওয়াসায়িলে বখশীশ**” এ লিখেন:

নবী কে নূর দো লেকর ওহ যুন্নুরাঈন কেহলায়ে
উনহে হাচিল হোয়ী ইউ কুরবতে মাহবুবে রহমানী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

দুইবার জান্নাত কিনেছেন

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! আমার আক্বা ও মাওলা, হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর পবিত্র শান অনেক উচ্চ, তিনি তাঁর মুবারক জীবনে **মালিকে জান্নাত, কাসিমে নেয়ামত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে দুইবার জান্নাত কিনেছেন, জি হ্যাঁ! অবশ্যই, একবার “বীরে রুমা” কিনে নিয়ে মুসলমানদের পানি পান করার জন্য ওয়াকফ করে আর দ্বিতীয়বার “জাইশে উসরাত (অর্থা তাবুকের যুদ্ধ)” এর সময়। তাবুকের যুদ্ধের সময় মুসলমানদের নিকট সরঞ্জামাদী কম দেখে প্রথমবার একশ (১০০) উট, দ্বিতীয়বার দুইশ (২০০) উট এবং তৃতীয়বার

তিনশ (৩০০) উট দেয়ার ওয়াদা করেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন খাব্বাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এটা শুনে আপন মিম্বর মুবারক থেকে নিচে তাশরীফ নিয়ে এসে দুইবার ইরশাদ করেন: "আজ থেকে উসমান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) যা কিছু করবে, তার উপর কোন জিজ্ঞাসাবাদ হবে না।" (তিরমিযী, ৫/৩৯১, হাদীস ৩৭২০)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হাদীসে পাকের এই অংশ "**আজ থেকে উসমান** (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) **যা কিছু করবে, তার উপর কোন জিজ্ঞাসাবাদ হবে না।**" এর ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ উসমান এখন থেকে যে কাজই করবে, তা তাঁর জন্য ক্ষতিকর হবে না। এই মহান বাণী উদ্দেশ্য এটা নয় যে, হযরত উসমানকে গুনাহের অনুমতি প্রদান করে দেয়া হয়েছে বরং এটা এমন, যেমন পাখির ডানা কেটে দিয়ে তাকে বলা যে, যাও! উড়ে যাও, এখন উড়বে কিভাবে, ঠিক তেমনি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর অন্তরে আপন হাত রেখে নিলেন, এখন উসমানের অন্তরে গুনাহ করার খেয়ালও কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৯৫)

মুঝে আপনি সাখাওয়াত কে সমুন্দর সে কোয়ী কতরা
আতা কর তো নেহী দরকার মুঝ কো তাজে সুলতানী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৮৫ পৃষ্ঠা)

রাসূলে পাক ﷺ এর শেষ যুদ্ধ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গযওয়ায়ে উসরাত হলো তাবুক যুদ্ধের নাম এবং এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের "জায়শে উসরত" বলা হয়, কেননা এই যুদ্ধ মুসলমানদের প্রবল অভাব ও সরঞ্জামহীন অবস্থায় হয়েছে, প্রচন্ড গরম ছিলো, তাবুক মদীনা পাক থেকে ছয়শ ষাট (৬৬০) মাইল দূরে ছিলো। **রাসূলে পাক** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর জন্য চাঁদা দেয়ার আদেশ দিলেন। তাবুকের যুদ্ধ হলো **রাসূলে পাক** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শেষ যুদ্ধ, যা ৯ম হিজরীতে হয়েছিলো, এরপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আর কোন যুদ্ধ করেননি। এই যুদ্ধের ইসলামী সৈন্যবাহিনী অনেক বড় ছিলো। বদরের যুদ্ধে ইসলামী বাহিনীর সংখ্যা ছিলো তিনশ তের (৩১৩) জন, উহুদের যুদ্ধে সাতশ (৭০০), হুদাইবিয়ায় পনেরশ (১৫০০), মক্কা বিজয়ে দশ হাজার (১০০০০) এবং হুনাইনের যুদ্ধে বার হাজার (১২০০০), তাবুকের যুদ্ধে চল্লিশ হাজার (৪০০০০) এবং সত্তর হাজার (৭০০০০) এর মধ্যবর্তী ছিলো। **প্রিয় নবী** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তিনবার চাঁদার জন্য আপিল করেছেন, প্রতিবার হযরত উসমান (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) একশ, দুইশ, তিনশ উট মালামালসহ দেয়ার ঘোষণা করেন,

www.dawateislami.net

কাউকে বলার সুযোগই দিলেন না, ছয়শ উট মালামালসহ দেয়ার ঘোষণা করেন এবং এক হাজার আশরাফীও (স্বর্ণমুদ্রা)। মনে রাখবেন! এটা তো তাঁর ঘোষণা ছিলো কিন্তু উপস্থাপন করার সময় নয়শ পঞ্চাশটি (৯৫০) উট, পঞ্চাশটি (৫০) ঘোড়া এবং এক হাজার (১০০০) আশরাফী উপস্থাপন করেছেন, অতঃপর পরবর্তিতে আরো দশ হাজার (১০০০০) আশরাফী প্রদান করেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৯৪-৩৯৫)

দসতে আতা খুল গেয়া দেখা জু ইয়ে মা'জরা
গাযিয়ানে মুস্তফা বে সর ও সামান হে

মাওলা আলীর মুখে উসমানে গণীর শান

মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা, হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর একবার উত্তম আলোচনা হচ্ছিলো তখন রাসূলের নাতি হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বললেন: এখনই আমিরুল মুমিনিন আগমন করবেন। অতঃপর হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আগমন করলেন এবং বললেন: হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ঐ সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত, যাঁদের শানে কোরআনে করীমে এই বাণীটি অবতীর্ণ হয়েছে:

www.dawateislami.net

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۟

(পারা ৭, সূরা মায়েদা, আয়াত ৯৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঈমান রাখে ও সৎকর্ম করে; পুনরায় (আল্লাহকে) ভয় করে ও ঈমান রাখে, পুনরায় ভয় করে ও সৎভাবে থাকে আর **আল্লাহ** সৎকর্ম পরায়নদেরকে ভালবাসেন ।

(মুসান্নিফ আবী শায়বা, ৭১/৯১, হাদীস ৩২৭২৩)

খোদা ভি অউর নবী ভি খুদ আলী ভি উস সে হে নারায
আদো উন কা উঠায়েগা কিয়ামত মে পেরেশানী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত উসমানে গণীর শানে প্রিয় নবী ﷺ এর ৫টি বাণী

(১) দানশীলতা একটি জান্নাতী বৃক্ষ আর উসমান এর শাখাগুলোর মধ্যে একটি শাখা।

(কানযুল উম্মাল, ১১তম অংশ, ৬/২৭৩, হাদীস ৩২৮৪৯)

(২) একবার এক ব্যক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার সাথে মুসাফাহা করলেন (অর্থাৎ হাত মুবারক মিলালেন) এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সেই লোকটি নিজের হাত

টেনে নিলেন না ততক্ষণ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার হাত ছাড়লেন না, সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! হযরত উসমান কেমন? ইরশাদ করলেন: সে জান্নাতীদের মধ্যে একজন ব্যক্তি।

(মু'জামু কবীর, ১২/৩০৯, হাদীস ১৩৪৯৫)

আল্লাহু গণী হদ নেহী ইনআম ও আতা কি
ওহ ফেয়য ইয়ে দরবার হে উসমানে গণী কা

প্রিয় নবীর প্রিয় সুন্নাত

হে আশিকানে রাসূল! এখনই আপনারা পাঠ করলেন যে, **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সালাম কারীর সাথে নিজের হাত মুবারক তার টেনে না নেয়া পর্যন্ত ছাড়লেন না। হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُও যখনই মুসাফাহা করতেন তখন নিজের হাত আগে টেনে নিতেন না, এটি আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত। হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সদকায় আমরাও যেনো সুন্নাতের উপর আমলকারী হয়ে যাই, আমাদের সকল আমল যেনো **সুন্নাতে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পুরোপুরি অনুসরনেই হয়। সুন্নাতের উপর আমল করার কতইনা সুন্দর ফযীলত রয়েছে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসালো, সে আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৯/৩৪৩)

তেরী সুন্নাতোঁ পে চলকর মেরী রূহ জব নিকাল কর
চলে তু গলে লাগানা মাদানী মদীনে ওয়ালে

জান্নাতী হুর

(৩) আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, তখন একটি আপেল আমার হাতে দেয়া হলো, আমি তা উলট পালট করছিলাম, এমন সময় সেই আপেলটি ফেটে গেলো এবং তা থেকে একটি হুর (অর্থাৎ জান্নাতী সুন্দরী মহিলা) বের হলো, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি কার জন্য? সে বললো: অন্যায়ভাবে শহীদ হওয়া হযরত উসমান বিন আফফানের জন্য।

(কানযুল উম্মাল, ১৩তম অংশ, ৭/২৯, হাদীস ৩৬২৫৭)

জিস আয়না মে নূরে ইলাহী নযর আয়ে
ওহ আয়নায়ে রুখসার হে উসমানে গণী কা

জান্নাতী সাথী

(৪) প্রত্যেক নবীর কোন না কোন সাথী থাকে, (জান্নাতে) আমার সাথী হলো উসমান। (তিরমিযী, ৫/৩৯০, হাদীস ৩৭১৮)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: আমার বিশেষ সাথী হযরত উসমান হবে, অন্যথায় সাধারণ সাথী আরো অনেক সৌভাগ্যবান মনিষীরাও হবেন। যেমনটি কিছু বর্ণনায় রয়েছে যে, আমার বিশেষ বন্ধু আবু বকর ও ওমর (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا) হবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৯৩। মিরকাত, ১০/৪৩২, ৬০৭০নং হাদীসের পাদটিকা)

হেদায়তপ্রাপ্ত

(৫) হযরত মুররাহ বিন কাআব رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন, আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: যখন তিনি ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং তা খুবই সন্নিকটে বললেন তখন এক ব্যক্তি চাদর জড়িয়ে গমন করলে **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সেইদিন এই ব্যক্তি হেদায়তের উপর হবে। আমি উঠে সেই ব্যক্তির দিকে এগিয়ে গেলাম, তখন দেখলাম তিনি "উসমান বিন আফফান" ছিলেন। হযরত মুররাহ বিন কাআব رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: আমি তাঁর চেহারা **হুযুরে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে করে আরয করলাম: ইনিই (কি)? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ।

(তিরমিযী, ৫/৩৯৩, হাদীস ৩৭২৪। ইবনে মাজাহ, ১/৭৯, হাদীস ১১১)

জু দিল কো যিয়া দেয় জু মুকাদ্দর কো জিলা দেয়
ওহ জ্বলওয়ায়ে দীদার হে উসমানে গণী কা

নবীর চারজন সাথী জান্নাতী জান্নাতী

হযরত নাযযাল বিন সাবরাহ رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ বলেন: একদিন আমি আমীরুল মুমিনিন হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে খুশি অবস্থায় পেলাম, তখন আরয করলাম: হে আমীরুল মুমিনিন! আপনার বন্ধুদের অবস্থা আমাকে বর্ণনা করুন। বললেন: **রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সব সাহাবী আমার বন্ধু। আমি আরয করলাম: আপনার বিশেষ বন্ধুদের আলোচনা করুন। বললেন: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এমন কোন সাহাবী নাই, যে আমার বন্ধু নয়। আমি আরয করলাম: (হযরত) আবু বকর সিদ্দিক (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ) এর অবস্থা বর্ণনা করুন। বললেন: তিনি হলেন ঐ মনিষী, **আল্লাহ পাক** জিব্রাঈল আমীন এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক জবানে তাঁর নাম "সিদ্দিক" রাখেন, তিনি **রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খলিফা ছিলেন, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে আমাদের দ্বীনের ইমাম হিসাবে পছন্দ করেছেন, তাই আমরা আমাদের দুনিয়ায়ও তাঁকে পছন্দ করি। আমি আরয করলাম: (হযরত) ওমর বিন খাত্তাব (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ) এর ব্যাপারে বলুন। বললেন: তিনি হলেন ঐ ব্যক্তিত্ব, যাঁর নাম **আল্লাহ**

www.dawateislami.net

পাক “ফারুক” রেখেছেন, তিনি সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করে দিয়েছেন, আমি **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরয করতে শুনেছি: **হে আল্লাহ!** ওমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামকে সম্মান দাও। অতঃপর আমি আরয করলাম: (হযরত) উসমান (رَضِیَ اللّٰه عَنۡهُ) এর ব্যাপারেও কিছু বলুন। হযরত আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা (رَضِیَ اللّٰه عَنۡهُ) বললেন: তিনি হলেন ঐ ব্যক্তিত্ব, যাঁকে ফিরিশতাদের মাঝে “যুন্নুরাঈন” বলে ডাকা হয়, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু’জন শাহজাদির স্বামী হয়েছেন এবং **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর জন্য জান্নাতে একটি বাড়ির জামানত নিয়েছেন।

(কানযুল উম্মাল, ১৩তম অংশ, ৭/১০১, হাদীস ৩৬৬৯৪)(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৬৩০)

রহমতে হো হার সাহাবী পর মুদ্দাম
অউর হুসুসান চার ইয়ারোঁ কো সালাম

নবীর সকল সাহাবী! .... জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে সিদ্দিকও! .... জান্নাতী জান্নাতী
আর ওমর ফারুকও! ...... জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে উসমানও! .... জান্নাতী জান্নাতী
ফাতেমা ও আলী! .... জান্নাতী জান্নাতী
সকল নবীর বিবিরা! .... জান্নাতী জান্নাতী
নবীর পিতামাতারা! .... জান্নাতী জান্নাতী

বাইয়াতে রিদওয়ান কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **আল্লাহ পাকের সত্য ও শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যিলক্বদ ৬ষ্ঠ হিজরীতে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মদীনা পাক থেকে মক্কায়ে পাকের দিকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, যখন হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন কোরাইশরা ভয় পেয়ে গেলো, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে মক্কায়ে পাকে নিজের বার্তা সহকারে প্রেরণ করলেন যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে তাশরীফ এনেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য যুদ্ধের নয় এবং তাঁকে এটাও ইরশাদ করা হয়েছিলো যে, যেই দূর্বল মুসলমানগণ সেখানে রয়েছে, তাদেরকে সান্তনা দিবে যে, অতিশীঘ্রই মক্কা বিজয় হবে এবং **আল্লাহ পাক** তাঁর দ্বীনকে বিজয় দান করবেন। হযরত উসমানে গণী (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ) কে বিশেষভাবে এই জন্য পাঠানো হয়েছিলো যে, সেখানকার অমুসলিমদের প্রতি হযরত উসমানে গণী (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ) এর অনেক দয়া ছিলো, তারা তাঁকে সম্মান করতো, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কোরাইশের সর্দারদের নিকট গমন করলেন এবং তাদেরকে এব্যাপারে অবহিত করে দিলেন। তারা বললো: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই বছর তো আগমন করতে পারবে না আর

www.dawateislami.net

হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললো: যদি আপনি খানায়ে কাবা তাওয়াফ করতে চান তবে করে নিতে পারেন। হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: এটা হতে পারে না যে, আমি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ছাড়া তাওয়াফ করবো। এদিকে হুদাইবিয়ায় উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামগণ (عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان) বললেন: হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেক সৌভাগ্যবান, যিনি কাবা শরীফ পৌঁছেছেন এবং তাওয়াফও করছেন হয়তো। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি জানি যে, সে আমাদের ছাড়া তাওয়াফ করবে না। ততক্ষণে এই সংবাদ প্রচার হয়ে গেলো যে, হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। এতে মুসলমানদের মাঝে প্রচন্ড ক্ষোভ সৃষ্টি হলো এবং **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان নিকট অটল থাকার ব্যাপারে বাইয়াত নিলেন, এই বাইয়াত একটি বড় কাঁটাযুক্ত গাছের নিচে হয়েছিলো, যাকে আরবে "সামুরা" বলা হয়। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **তাঁর** বাম হাত মুবারক ডান হাত মুবারকে নিলেন এবং ইরশাদ করলেন: এটা উসমানের বাইয়াত আর দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ পাক**! উসমান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) **তোমার রাসূল** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর কাজে রয়েছে। একে বাইয়াতে রিদওয়ান এই কারণেই বলা হয় যে,

www.dawateislami.net

এব্যাপারে **আল্লাহ পাক** কোরআনে করীমের সূরা ফাতাহ এর ১৮নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

لَقَدۡ رَضِیَ اللّٰہُ عَنِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اِذۡ یُبَایِعُوۡنَکَ تَحۡتَ الشَّجَرَۃِ فَعَلِمَ مَا فِیۡ قُلُوۡبِہِمۡ فَاَنۡزَلَ السَّکِیۡنَۃَ عَلَیۡہِمۡ وَ اَثَابَہُمۡ فَتۡحًا قَرِیۡبًا ﴿۱۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় **আল্লাহ** সন্তুষ্ট হয়েছেন ঈমানদারদের প্রতি যখন তারা ঐ বৃক্ষের নীচে আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করছিলো। সুতরাং **আল্লাহ** জেনেছেন যা তাদের অন্তরে রয়েছে। অতঃপর তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদেরকে শীঘ্র আগমনকারী বিজয়ের পুরস্কার দিয়েছেন।

(মাদারিজুন নবুয়ত, ২/২০৯)

বাইয়াতের প্রমাণ

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! বাইতে রিদওয়ানের এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে, **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে অদৃশ্যের খবর জানতেন যে, হযরত উসমানে গণী رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ শহীদ হননি, তাছাড়া এটাও জানতেন যে, হযরত উসমানে গণী رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ **আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অশেষ ভালবাসা পোষণ করেন, তাইতো তিনি **আপন আক্বা ও মাওলা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

ব্যতীত খানায়ে কাবার তাওয়াফ করার প্রতি অস্বীকার করে দিয়েছেন। হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেনো এই বাইয়াত **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির সনদ পাওয়ার মাধ্যম ছিলো। **রাসূলে পাক** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মানুষদের থেকে ইসলামের জন্যও বাইয়াত নিয়েছে, নেক আমল করার জন্যও এবং গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য, কারো থেকে না চাওয়ার জন্যও এবং কোন বিশেষ আমলের জন্যও বাইয়াত নিয়েছেন, এই বাইয়াত বর্তমানে প্রচলিত বাইয়াতে মূল, যা আউলিউল্লাহ (رَحِمَهُمُ الله) এর নিকট করা হয়ে থাকে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৯৭)

আমীরে আহলে সুন্নাতের সাথে সম্পর্কের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **আল্লাহ পাকে**র নেককার বান্দা এবং আউলিয়ায়ে কিরামের (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) থেকে শুরু থেকেই বাইয়াতের ধারাবাহিকতা চলে আসছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের সৌভাগ্য যে, এই গুনাহে ভরা যুগে **আল্লাহ পাকের** রহমত ও **তাঁর প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমাদের আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশ নসীব হয়েছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ

ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার পাশাপাশি শরীয়াত ও তরীকতের কামিল পীর ও মুর্শিদও, اَلْحَمْدُ لِلّٰه তাঁর চারটি সিলসিলা (কাদেরীয়া, চিশতীয়া, সোহরাওয়ারদিয়া এবং নকশবন্দিয়া) সহ বিভিন্ন বুযুর্গ থেকে আরো কয়েকটি সিলসিলার অনুমতি এবং খেলাফত অর্জিত, কিন্তু তিনি তাঁর মাধ্যমে সায়্যিদী হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরীদ বানিয়ে থাকেন, গাউসে পাক যেমন সমস্ত পীরদেরও পীর তেমনি তাঁর সিলসিলায়ে কাদেরীয়াও অন্যান্য সমস্ত সিলাসিলার মধ্যে ফযীলতময়। ঐ সকল আশিকানে আউলিয়া যারা এখনো কোন কামিল পীরের মুরীদ হননি, তাদের প্রতি আমার মাদানী পরামর্শ হলো যে, ঈমানের নিরাপত্তা, নেকী করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা পেতে আমীরে আহলে সুন্নাতের মাধ্যমে পীরানে পীর, পীর দস্তগীর, সায়্যিদী হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরীদ হয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, আমীরে আহলে সুন্নাতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কিরূপ বরকত অর্জিত হয়ে থাকে, আপনাদের আগ্রহ প্রদানের জন্য একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি: মুর্শিদের দেশের একটি এলাকা নয়া আবাদের ইসলামী

www.dawateislami.net

বোনের বক্তব্য হলো যে, তার কিছু টাকা আটকে গিয়েছিলো এবং এই কারণে পরিবারের খরচ পূরণ করা কঠিন হয়ে গেলো, অবশেষে অভাবের এমন দিন এসে গেলো যে, হাত একেবারেই খালি হয়ে গেলো এবং পরিবারের খাবার কেনারও অবস্থা ছিলো না, অনাহারে অতিষ্ঠ হয়ে নিজের মাথা গোঁজার ঠাই নিজের বাড়ি বিক্রি করে দিলাম, সেই ইসলামী বোন বললো যে, আমি **আল্লাহ পাকের** দরবারে এই বিপদ থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه দুঃখের দিন শেষ হতে লাগলো এবং দোয়া তার প্রভাব দেখাতে লাগলো, হলো কি! সে অলীয়ে কামিল আমীরে আহলে সুন্নাতের মুরীদ হয়ে গেলো, সিলসিলায়ে আলীয়ার পাশাপাশি হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ফয়েযও এমন ভাবে পেতে শুরু করলো যে, সে আমীরে আহলে সুন্নাতের শাজারায়ে আত্তারীয়া কাদেরীয়া পাঠ করা শুরু করে দিলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এর বরকত প্রকাশ হতে লাগলো এবং এক এক করে তার সকল পেরেশানি দূর হতে লাগলো আর তার আটকে যাওয়া টাকাও পেয়ে গেলো। সে মাদরাসাতুল মদীনায় (ইসলামী বোনদের জন্য) ভর্তি হয়ে গেলো এবং কোরআনে করীম বিশুদ্ধভাবে পাঠ ও শিখার সৌভাগ্য অর্জন করলো। (আদাকারীকা শওক কেয়সে খতম হুয়া, ২৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওফাত শরীফ

হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ১২ বছর খেলাফত পরিচালনা করে ৩৫ হিজরীর ১৮ যিলহজ্ব শুক্রবার রোযা অবস্থায় প্রায় ৮২ বছর বয়স মুবারক পেয়ে খুবই অন্যায়ভাবে শহীদ হয়ে যান। শাহাদতের পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে ইরশাদ করতে শুনেন: নিশ্চয় উসমানকে জান্নাতে আলিশান দুলহা বানানো হয়েছে। (রিয়াদুন নাদরা, ৩/৭৩,৭৬) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মিলি তাকদীর সে মুঝকো সাহাবা কি সানা খোয়ানী
মিলা হে ফয়যে উসমানী মিলা হে ফয়যে উসমানী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৮৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হিসাব নিওনা

এক বর্ণনায় রয়েছে যে, **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর প্রতিপালকের** নিকট দোয়া করেন: **মাওলা!** উসমান খুবই লাজুক, **তুমি** কাল কিয়ামতে তার হিসাব নিও না, কেননা সে লজ্জার কারণে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে হিসেব দিতে পারবে না।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৯৩। মিরকাত, ১০/৪৩২, ৬০৭০নং হাদীসের পাদটিকা)

বিলা হিসাব হো জান্নাত মে দাখেলা ইয়া রব
পরোসী খুলদ মে সরওয়ার কা হো আতা ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিঃদ্রঃ- হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মুবারক জীবনি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাতের পুস্তিকা "**কারামতে উসমানে গণী** رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ" পাঠ করুন। এই পুস্তিকা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট থেকে ফ্রি ডাউনলোডও করা যেতে পারে।

মিলি তাকদীর সে মুঝ কো সাহাবা কি সানা খোয়ানী

মিলি তাকদীর সে মুঝ কো সাহাবা কি সানা খোয়ানী
মিলা হে ফয়যে উসমানী মিলা হে ফয়যে উসমানী
দেখা মাহসূর উন কো বান্দা উন পর কর দিয়ে পানি
শাহাদত হযরতে উসমান কি বে-শক হে লাসানী
নবী কে নূর দো লে'কর যুন্নুরাঈন কেহলায়ে
উনহে হাসিল হোয়ী ইউ কুরবতে মাহবুবে রহমানী
নবী নে তেরে বদলে "বাইতে রিদওয়াঁ" মে কি বাইয়াত
কাহা কোরআন নে দসতে নবী কো দসতে ইয়াযদানী
তুমহি কো জামেয়ে কোরআন কা হক নে দিয়ে মনসব
আতা কোরআঁ কো করকে জমআ কি উম্মত কো আ'সানী
খোদা ভি অউর নবী ভি খুদ আলী ভি উসসে হে নারায
আদো উন কা উঠায়ে গা কিয়ামত মে পেরেশানী
আদাওয়াত অউর কিনা উন সে জু রাখতা হে সিনে মে
ওহী বদবখত হে মালউন হে মরদুদ শয়তানী
হাম উন কি ইয়াদ কি ধুম মাচায়েঙ্গে কিয়ামত তক
পড়ে হো জায়ে জ্বল কর খাক সব আ'দায়ে উসমানী
ইমামউল আসখিয়া! কর দো আতা হিসসা সাখাওয়াত কা
কানাআত হো এনায়ত, দিই না দৌলত কি ফেরাওয়ানী
মুঝে আপনি সাখাওয়াত কে সমুন্দর সে কোয়ী কতরা
আতা কর তো নেহী দরকার মুঝ কো তাজে সুলতানী
উলুভু শান কা কিউঁ কর বয়াঁ হো আ'প কি পেয়ারে
হায়া করতি হে মাওলা আ'প সে মুখলুকে নূরানী
সুখন আ'কর ইহা আত্তার কা ইতমাম কো পৌঁছা
তেরী আযমত পে নাতিক আব ভি হে আয়াতে কোরআনী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৮৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين ○ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم ○ بسم الله الرحمن الرحيم ○

রহমতেঁ হোঁ হর সাহাবী পর মুদাম,
অওর খুসুসান চার ইয়ারোঁ কো সালাম।

নবীর সকল সাহাবী! .... জান্নাতী জান্নাতী
সকল মহিলা সাহাবীও! .... জান্নাতী জান্নাতী
নবীর চার সাহাবী! .... জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে সিদ্দিকও! .... জান্নাতী জান্নাতী
আর ওমর ফারুকও! .... জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে উসমানও! .... জান্নাতী জান্নাতী
ফাতেমা ও আলী! .... জান্নাতী জান্নাতী
হাসান ও হোসাইনও! .... জান্নাতী জান্নাতী
সকল নবীর বিবিরা! .... জান্নাতী জান্নাতী
হযরত মুয়াবীয়াও! .... জান্নাতী জান্নাতী
আর আবু সুফীয়ানও! .... জান্নাতী জান্নাতী
নবীর পিতামাতারা! .... জান্নাতী জান্নাতী

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ৩.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৫৫০৩৫৮৬
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net